কাউনের নুতন জাত
তিতাস

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর

কাউনের নুতন জাত
তিতাস

বাংলাদেশে কাউনের চাষ দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আসছে। ছোট দানা বিশিষ্ট এ শস্যটি এদেশে গরীবের খাদ্য হিসেবে পরিগনিত। বাংলাদেশে সাধারণতঃ চরাঞ্চলে অথবা কম উর্বর জমিতে স্বল্প আয়াসে অনাদৃত শস্য হিসেবে কাউনের চাষ করা হয়ে থাকে। কাউন খরা প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং তুলনামূলকভাবে বেশ কম খরচে এর চাষ করা সম্ভব। অথচ খাদ্যমানের দিক থেকে কাউন চাল, গম ও ভুট্টার চেয়ে অধিক সমৃদ্ধ। বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান ছাড়াও কাউনে শর্করা কম থাকায় বহুমুত্র রোগীদের জন্য খাদ্য হিসেবে বিশেষ উপ্যোগী। নিম্নে চাল, গম ও ভুট্টার সাথে কাউনের তুলনামূলক খাদ্যমানের একটি ছক দেয়া হল।

কাউন, চাল, গম ও ভুট্টার তুলনামূলক খাদ্যমান (ভক্ষণযোগ্য অংশের প্রতি একশত গ্রামে)।

পুষ্টি উপাদান	কাউন	চাল	গম	ভুট্টা
আমিষ	১২·৩	৬·৪	১১·৮	১১·১
চর্বি	৪·৩	০·৪	১·৫	৩·৬
খনিজ	৩·৩	০·৭	১·৫	১·৫
আঁশ	৮·০	০·২	১·২	২·৭
অন্যান্য শ্বেতসার	৬০·৯	৭৯·০	৭১·২	৬৬·২
ক্যালরী	৩৩১·০	৩৪১·০	৩৪৮·০	৩৪২·০
পানি	১১·২	১৩·৩	১২·৮	১৪·৯

উৎসঃ কে, ও, রাচি। ১৯৭৫। দি মিলেটস। ইম্পর্টেন্স, ইউটিলাইজেশন এণ্ড আউটলুক। পৃষ্ঠা-৪৮। ইক্রিসাট, ১-১১-২৫৬, বেগমপেট, হায়দ্রাবাদ-৫০০০১৬, (অ,প্র,) ভারত।

জাত উদ্ভাবনের ইতিবৃত্ত

তিতাস জাতটি ১৯৮০ সালে 'শিবনগর' নামে কুমিল্লা জেলা থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের খাদ্যশস্য শাখায় অন্যান্য দেশী ও বিদেশী জাতের সাথে তুলনামূলক মূল্যায়নের

ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয়। পরবর্তীতে অত্র ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্র ও উপ-কেন্দ্র সমূহে পরীক্ষার পর জাতটি উচ্চফলনশীল, অধিকতর পোকামাকড় ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং বিভিন্ন কৃষি পরিবেশে চাষ উপযোগী বলে প্রতীয়মান হয়।

বৈশিষ্ট্য ও গুনাগুন

এ জাতের গাছগুলো মাঝারী লম্বা (গড়ে ১২০ সেঃমিঃ) এবং তুলনামূলকভাবে বেশ শক্ত, ফলে সহজে নুয়ে পড়ে না। এর শীষগুলো বেশ লম্বা (গড়ে ১৮ সেঃ মিঃ), মোটা এবং লোমশ। বীজ ঘিয়ে রং এবং মাঝারি আকারের। স্থানীয় জাতের চেয়ে এর ফলন শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ বেশী।

জীবন কাল

জাতটি রবি মৌসুমে গড়ে ১১০ দিনে এবং খরিপ মৌসুমে গড়ে ৯০ দিনে পাকে।

চাষাবাদ পদ্ধতি

প্রায় সব ধরনের মাটিতেই কাউনের চাষ করা যায়। তবে পানি দাঁড়ায় না এমন বেলে দোআঁশ মাটিতে এর ফলন ভাল হয়। জমিতে ‘জো’ আসার পর মাটির প্রকারভেদে ২-৪ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে বীজ বুনতে হবে।

বপনের সময়

জমির প্রকার ও অঞ্চলভেদে বপন কালের কিছুটা তারতম্য হয়ে থাকে। দেশের উত্তরাঞ্চলে অগ্রহায়ণ মাস থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। দেশের দক্ষিনাঞ্চলে সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ মাসে বীজ বোনা হয়ে থাকে। অন্য ফসলের সঙ্গে সাথী ফসল হিসেবে খরিপ মৌসুমে চৈত্র মাসেও বীজ বোনা যায়।

বীজের পরিমাণ

ছিটিয়ে বুনলে হেক্টর প্রতি ১০ কেজি এবং সারিতে বুনলে ৮ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

বপন পদ্ধতি

বীজ ছিটিয়ে বা সারিতে বোনা যায়। তবে সারিতে বোনা ভাল। বীজ সারিতে বুনলে সারির দুরত্ব ২৫-৩০ সেঃ মিঃ রাখতে হবে। কাঠের

বা লোহার হাত লাঙ্গল দিয়ে ৩-৪ সেঃমিঃ গভীর করে সারি টেনে বীজ বুনে মাটি দিয়ে ভালভাবে ঢেকে দিতে হবে।

চারাগাছ পাতলাকরণ ও আগাছা দমন

কাউনের বীজ আকারে অত্যন্ত ছোট বলে সারিতে সমান দূরত্বে বীজ বোনা সম্ভব হয় না। ফলে চারা গজানোর পর পাতলা করার প্রয়োজন হতে পারে। চারা গজানোর পর ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে চারাগুলোর দূরত্ব ৬-৮ সেঃমিঃ রেখে বাকী চারা উঠিয়ে পাতলা করে দিতে হয়। জমিতে আগাছা দেখা দিলে নিড়ানী দিয়ে পরিস্কার করলে ফলন ভাল পাওয়া যায়।

সার প্রয়োগ

কাউন চাষে সচরাচর রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয় না। তবে অনুর্বর জমিতে হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি ইউরিয়া ৭০ কেজি টি এস পি ও ৩৫ কেজি মিউরেট অব পটাশ প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। সেচ বিহীন চাষে সম্পূর্ণ সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করা উত্তম। কিন্তু সেচের ব্যবস্থা থাকলে মোট ইউরিয়া সারের অর্ধেক জমি তৈরীর সময় এবং বাকী অর্ধেক সমান দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করা ভাল। প্রথম কিস্তি বীজ বোনার ৩০ দিন পর এবং দ্বিতীয় কিস্তি বীজ বোনার ৫৫ দিন পরে প্রয়োগ করা উচিত।

সেচ ও পানি নিস্কাশন

কাউন একটি খরা প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন ফসল। কিন্তু রবি মৌসুমে খরা দেখা দিলে ২-১টি হালকা সেচের ব্যবস্থা করলে বেশী ফলন পাওয়া যায়। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন জমিতে কোন অবস্থাতেই পানি জমে না থাকে।

কীটপতঙ্গ, রোগবালাই ও তার প্রতিকার

তিতাস জাতে রোগবালাই তেমন একটা দেখা যায় না। স্থানীয় অনেক জাতে চারা অবস্থায় গোড়া পঁচা রোগে প্রচুর চারা মারা যেতে দেখা যায়। কিন্তু **তিতাস** জাতটি গোড়া পঁচা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন বলে পরীক্ষায় প্রমানিত হয়েছে।

তিতাস জাতে পোকামাকড়ের আক্রমণও অপেক্ষাকৃত কম। তবে পোকার আক্রমণ দেখা দিলে আক্রমণের ব্যপকতা বুঝে হেক্টর প্রতি ৪০ আউন্স ডায়াজিনন বা ম্যালাথিয়ন কীটনাশক (২·৫ গ্যালন পানিতে ৪৫ মিঃলিঃ বা শিশির ৯ ক্যাপ) ছিটানো যেতে পারে।

সাথী ফসল

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কাউন একক ফসল হিসেবে চাষ করা হয়। আবার পাবনা, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে কাউনের সাথে আউশ ধান, ডাটাশাক, তিল ও আখের চাষ হয়ে থাকে। কাউনের সাথে অন্যান্য ফসলের চাষ করে চাষীরা অধিক লাভবান হতে পারেন।

কাউন ভিত্তিক শস্য পরিক্রমা

এলাকা	মাটির প্রকার	শস্য পরিক্রমা		
		খরিপ-১	খরিপ-২	রবি
পাবনা, যশোর ও কুষ্টিয়া অঞ্চল	চুনাযুক্ত গাঢ় ধুসর প্লাবন সমতল মাটি	কাউন	গ্রীস্মকালীন ডাল	ডাল/গম
রংপুর ও জামালপুর অঞ্চল	ধূসর প্লাবন সমতল মাটি, নুতন ব্রহ্মপুত্র প্লাবন সমতল মাটি	কাউন পাট/আউশ	পাট/আউশ পতিত	বিআর-১৪ কাউন
দিনাজপুর, রংপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় অঞ্চল	অচুনা তামাটে প্লাবন সমতল মাটি/ পুরাতন ব্রহ্মপুত্র পিডমণ্ড সমতল মাটি	কাউন কাউন	রোপা আমন রোপা আমন	আলু সরিষা
কুমিল্লা অঞ্চল	মধ্য মেঘনা নদীর প্লাবন সমতল মাটি	পাট রোপা আউশ	রোপা আমন রোপা আমন	কাউন কাউন

ফলন

রবি ও খরিপ মৌসুমে **তিতাসের** গড় ফলন হেক্টর প্রতি যথাক্রমে ২.৫ টন এবং ২.০ টন পাওয়া যায়।

ফসল সংগ্রহ, মাড়াই ও সংরক্ষণ

কাউনের শীষ খড়ের রং ধারণ করলে এবং দু'একটি বীজ দাঁতে কাটার পর 'কট' করে শব্দ হলে বুঝতে হবে ফসল কাটার উপযুক্ত সময় হয়েছে। ফসল কাটার পর রোদে ভালভাবে শুকানোর পর লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বা গরুর পায়ে মাড়িয়ে দানা ছাড়াতে হবে। ছাড়ানো দানা ভালভাবে ঝেড়ে পুনরায় রোদে শুকিয়ে ঠাণ্ডা করে মাটি বা টিনের পাত্রে মুখ বন্ধ করে রাখতে হবে যাতে বাইরের বাতাস পাত্রে ঢুকতে না পারে। এছাড়া মোটা পলিথিনের থলিতেও বীজ সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

ব্যবহার

তিতাস জাতের কাউন অন্যান্য জাতের মত আতপ অথবা সিদ্ধ দু'ভাবেই খাওয়া যায়। ঢেঁকি বা কাইলে ধানের মত ছেঁটে চাল বের করতে হয়। এক কুইন্টাল (১০০কেজি) কাউন থেকে ৮০-৮৫ কেজি চাল পাওয়া যায়। **তিতাসের** চাল ভাত অথবা ডালের সাথে মিশিয়ে খিচুরী হিসেবে খাওয়া যায়। চালে দুধ ও চিনি মিশিয়ে সুস্বাদু পায়েশ রান্না করা যায়। আতপ কাউনের পায়েশ শিশু, রোগী ও গর্ভবতী মায়েদের সহজ পাচ্য ভাল খাবার। এছাড়া **তিতাসের** চাল ভেজে পাকানো গুড়ে মোয়া বা নাড়ু তৈরী করা যায়। এ খাবারগুলো মুখরোচক এবং যথেষ্ট উপাদেয়।

কাউনের নতুন জাত তিতাস

প্রকাশনায় ঃ উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর। জুন,১৯৯০ ।